শেখ হাসিনার উন্নয়ন
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

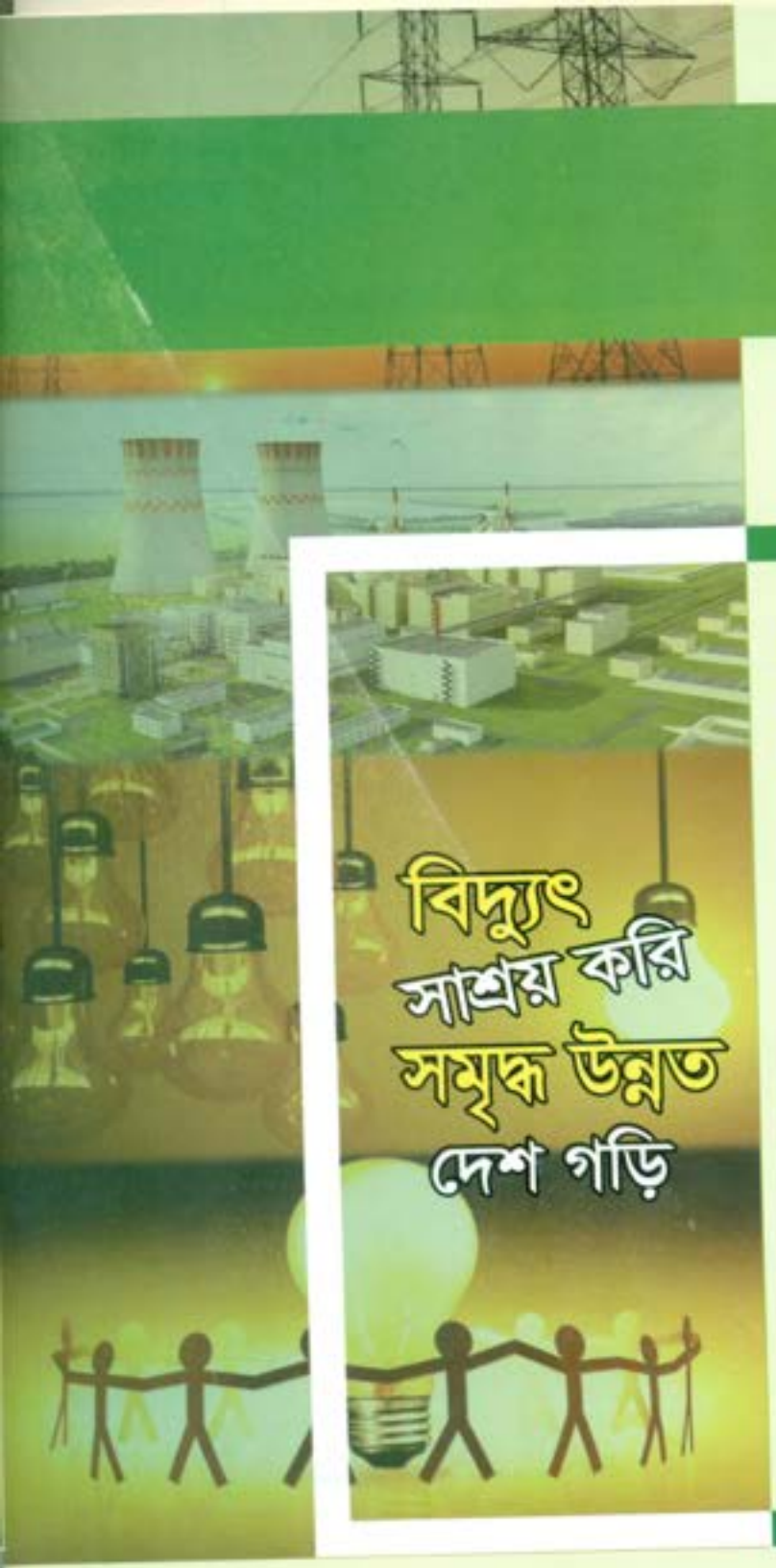

৭ম বার্ষিক
সাধারণ সভা

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

বাবুরহাট, চাঁদপুর।

ISO 9001:2015 Certified

শেখ হাসিনার উদ্যোগ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

ISO 9001:2015 Certified

সূচীপত্র

০১	চেয়ারম্যান- এর বাণী
০২	সমিতির এক নজরে তথ্যাবলী
০৩	সভাপতির প্রতিবেদন
০৪	কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন
০৫	জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন
০৬	গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি
০৭	সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের করণীয়
০৮	আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম
০৯	সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি
১০	সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি
১১	নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কতিপয় সতর্ক বাণী
১২	বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক তার সহ অন্যান্য মালামাল চুরি রোধে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের করণীয়
১৩	খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ও সংযোগ বিষয়ক নির্দেশাবলী এবং সেচ ও শিল্প সংযোগে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা
১৪	বিদ্যুৎ বিল গ্রহণকারী ব্যাংক সমূহের এজেন্ট ব্যাংক সহ তালিকা
১৫	চাঁদপুর পবিস-২ এর দাপ্তরিক মোবাইল নম্বর সমূহ
১৬	ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট

চেয়ারম্যান এর বাণী

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

০১। স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন " মর্মে অঙ্গীকার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। ....গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না।" জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ। বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীন পবিসসমূহের বিদ্যুৎ চাহিদা প্রায় ৮,৮২০ মেগাওয়াট, যা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের প্রায় ৬০ শতাংশ। মাসিক বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ ২,৭১১ কোটি টাকা। মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৯১ কি.মি., মোট উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২৮৯ টি, যার মোট ক্ষমতা ১৭,৩৬০ এমভিএ। বর্তমানে সিস্টেম লস ৯.০১%।

০৩। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা রয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৫০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছার কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

০৪। আমি অবহিত হয়েছি যে, চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বিগত ২৭/০৫/২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক নভেম্বর'২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬১২৪ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৪,৪৬,১৭৯ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয়মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের তরফ থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/ অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারী/ বোর্ড পরিচালক/ গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

০৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারা দেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত করতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদানের মাধ্যমে ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করতে হবে। চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোহাং সেলিম উদ্দিন
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

"এক নজরে তথ্যাবলী"

(জুন-২০২২ইং পর্যন্ত)

০১।	রেজিস্ট্রেশনের তারিখ	ঃ	২৭-০৫-২০১৫ইং।
০২।	প্রথম বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ	১৪-১২-১৯৮১ইং।
০৩।	আয়তন	ঃ	৯২০বর্গ কিঃ মিঃ।
০৪।	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	ঃ	০৫টি (চাঁদপুর সদর, মতলব (উঃ), মতলব (দঃ), ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর)।
০৫।	অন্তর্ভূক্ত পৌরসভা ও ইউনিয়ন	ঃ	৫৪টি (পৌর-০৪টি, ইউ-৫০)
০৬।	বিদ্যুতায়িত পৌরসভা ও ইউনিয়ন	ঃ	৫৪টি। (পৌর-০৪টি, ইউ-৫০)
০৭।	অন্তর্ভূক্ত গ্রাম	ঃ	৭৪৭টি।
০৮।	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	ঃ	৭৪৭টি।
০৯।	মোট পরিবার	ঃ	৪,২৬,০৬৩টি।
১০।	মোট জনসংখ্যা	ঃ	১৬,৯৪,২৮৪ জন।
১১।	অন্তর্ভূক্ত এলাকা	ঃ	০৭ টি।
১২।	এলাকা পরিচালক	ঃ	০৮জন।
১৩।	মহিলা পরিচালক	ঃ	০৩জন।
১৪।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৪৮৭জন।
১৫।	জোনাল অফিস/এরিয়া অফিস/অভিযোগকেন্দ্র	ঃ	
	ক) জোনাল অফিস	ঃ	০৩টি।
	খ) সাব-জোনাল অফিস	ঃ	০২টি।
	গ) এরিয়া অফিস	ঃ	০১টি।
	ঘ) অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	১০টি।
১৬।	সংযোগ প্রদানের হার	ঃ	৯৯.৮৮%
১৭।	সিস্টেম লস	ঃ	১০.৬৮%
১৮।	বিল আদায়ের হার	ঃ	৯৯.৯৮%
১৯।	বকেয়া মাস	ঃ	০.৭৪ মাস (সিআই ও সেচ রিবেট ব্যতীত)
২০।	উপকেন্দ্রের সংখ্যা	ঃ	০৯টি।
২১।	ট্রান্সফরমারের সংখ্যা	ঃ	১৩,৫৯৮ টি।
২২।	নির্মিত লাইন	ঃ	৬,১০১.২৯ কিঃ মিঃ।
২৩।	বিদ্যুতায়িত লাইন	ঃ	৬,০১১.৮০ কিঃ মিঃ।
২৪।	সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	ঃ	৪,৩৮,৯৩৮ জন।
২৫।	সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহক সংখ্যা	ঃ	৪,৩৮,৪৩১ জন ।
	ক) আবাসিক	ঃ	৩,৯০,২৮৮ জন।
	খ) বাণিজ্যিক	ঃ	৩৭,৮০২ জন।
	গ) সেচ	ঃ	৫৮৩ জন।
	ঘ) শিল্প	ঃ	২,৩৭৬ জন।
	ঙ) বৃহৎ শিল্প	ঃ	৪৯ জন।
	চ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ	৬,৬১৮ জন।
	ছ) রাস্তার বাতি/চার্জিং স্টেশন	ঃ	৬৮৮ জন।
	জ) অস্থায়ী/নির্মাণ		২৭ জন।

"বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন"

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম"

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভার শুভলগ্নে উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সহকর্মী পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও সাংবাদিকবৃন্দ আমার আন্তরিক সালাম, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

সুধীবৃন্দ,

গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিদ্যুতের অবদান অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় চাঁদপুর জেলার ০৮টি উপজেলা নিয়ে "লাভ নয় লোকসান নয়" মূলনীতির ভিত্তিতে ১৯৮০ সালের ২৫ জুন চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত হয়। নবগঠিত চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ চাঁদপুর সদর, মতলব (উঃ), মতলব (দঃ), ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলা নিয়ে গত ২৭-০৫-২০১৫ খ্রিঃ রেজিস্ট্রেশন ভুক্ত হয়। এলাকা ভিত্তিক পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় মোট ০৪টি পৌরসভা ও ৫০টি ইউনিয়নের আওতায় ৭৪৭টি গ্রাম বিদ্যুতায়ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সিস্টেম লস ১০.৬৮%। এ লসের মধ্যে আছে লাইন লস, গাছপালা জনিত লস ও বিদ্যুৎ চুরি জনিত লস। লস যত কম হবে সমিতিকে তত সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণ সচেষ্ট থাকলে গাছপালাজনিত ও বিদ্যুৎ চুরিজনিত প্রায় ২% লস অনায়াসে কমিয়ে গ্রাহক সদস্যদেরকে উন্নতমানের সেবা প্রদান করা সম্ভব। তাই আসুন আমরা সবাই সিস্টেম লস কমানোর জন্য সহযোগিতা প্রদান করি।

সুধী মন্ডলী,

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। গ্রাহক সদস্য মাত্রই সমিতির "মালিক এবং সেবক" এ নীতির উপর পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সফলতা নির্ভরশীল। সমিতির ভৌগলিক এলাকায় লাইন নির্মাণে বাঁধা সৃষ্টি, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটারের অবৈধ হস্তক্ষেপ, তার ও ট্রান্সফরমার চুরি, সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা ইত্যাদি সমস্যা সমূহ দূর করে সমিতির উন্নয়নের কাজে অংশগ্রহনের জন্য সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করছি। সমিতির লাইন সংলগ্ন গাছপালা যদি বিদ্যুৎ তারের সহিত লেগে থাকে এবং ঐ গাছের সংস্পর্শে যদি কোন ব্যক্তি অথবা প্রাণী আসে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রাণী তড়িতাহত হয়ে মারাত্মক দূর্ঘটনায় পতিত হয়, তাই লাইনের নিকটবর্তী গাছপালা সমূহ অফিসের সহযোগিতায় নিজ নিজ দায়িত্বে কেটে দেওয়ার জন্য ও লাইনের নীচে গাছপালা না লাগানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

পরিশেষে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সকল কর্মব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সমিতি বোর্ডের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

এম.এ মালেক
সভাপতি
সমিতি বোর্ড, চাঁদপুর পবিস-২।

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী, মহিলা পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি অত্র সমিতির ২০২১-২০২২ ইং অর্থ বৎসরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও ব্যালেন্স শীট উপস্থাপন করছি।

আয়-ব্যায়ের হিসাব (২০২১-২২ অর্থ বছর)

ক্র: নং	বিবরণ	টাকা	ক্র: নং	বিবরণ	টাকা
০১	পরিচালন আয় (বিদ্যুৎ বিক্রয়)	২,২৭,৫১,৮৪,০৯৩.০০	০৯	অবচয় খরচ	৫৩,৮৪,৬৪,৫৪৩
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৯০,৯৮২,০২৮.০০	১০	কর বাবদ ব্যয়	১,৫৩,৩৬,৬২৯
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	২,৩৬,৬১,৬৬,১২১.০০	১১	দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সুদ	১০,৫৭,৮৭,৪৮৫
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	১৪,৮০,৬২৫,৫২৮.০০	১২	বিদ্যুৎ সেবায় মোট খরচ (৮ হতে ১১)	২,৫২,২৭,৮৪,৩৭৫
০৫	বিতরণ ব্যয়-পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন	১১,৭১,৬৭,৮৩৩.০০	১৩	পরিচালন মার্জিন (৩ বিয়োগ ১২)	১৫,৬৬,১৮,২৫৫
০৬	গ্রাহক সেবা ব্যয়	১৪,৭২,৬৮,৯৫৭.০০	১৪	অপরিচালন আয়-সুদ	২,৯১,৬৭,৫০৩
০৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১১,৮১,৩৩,৩৯৯.০০	১৫	অপরিচালন আয়-অন্যান্য	৩৭,৩৯,৩২৫
০৮	মোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষন ব্যয় (৪ হতে ৭)	১,৮৬,৩১,৯৫,৭১৭	১৬	নীট মার্জিন (১৩ হতে ১৫) লস	১২,৩৭,১১,৪২৭

"গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধিতে পবিস বদ্ধ পরিকর"

ব্যালেন্স শীট- (২০২১-২২ অর্থ বছর)

ক্রঃ নং	সম্পদ ও সম্পত্তি	টাকা
০১	বৈদ্যুতিক সম্পত্তি	৮,০৮,৬৭,৩৮,৯৮০
০২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় তহবিল	২,৩৮,৪৯,০৩,৯৬৯
০৩	নীট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট	৫,৭০,১৮,৩৫,০১০
০৪	নির্মাণাধীন প্লান্ট	১৬,৩৯,৯৩,০০৪
০৫	মোট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট	৫,৮৬,৫৮,২৮,০১৫
০৬	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	১৫,০০,০০০
০৭	রিপ্লেসম্যান্ট রিজার্ভ	১১,৮৫,৩৬,২০২
০৮	বিশেষ তহবিল-অন্যান্য	৯৬,৭৫,১৩,৯৯৮
০৯	মোট বিনিয়োগ- (৬ ইতে ৮)	১,০৮,৭৫,৫০,২০০
১০	নগদ ও অন্যান্য তহবিল	৩৮,২৯,৬৬,২৩৪
১১	খুচরা তহবিল	১,৫৫,০০০
১২	বিদ্যুৎ বিল খাতে প্রাপ্য	১৪,২০,৪৪,৭০৬
১৩	অন্যান্য খাতে প্রাপ্য	২৩,৫৩,১৫,৪৫০
১৪	কু-ঋণ সঞ্চিতি	(৭,৮১,১৪,৭৯৮)
১৫	মালামাল ও সরবরাহ (বিদ্যুৎ ও অন্যান্য)	১৪,৬৬,৩১,৫৭৫
১৬	অগ্রীম প্রদান	১,৫৯,৫৭,১৬৫
১৭	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	১৭০৮১৬৫
১৮	মোট চলতি প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ হতে ২১)	৮৪,৬৬,৬৩,৪৯৭
১৯	সাধারণ সম্পত্তি ব্যয় / ক্ষতি	৫৩,৪৪,৯৯২
২০	অবিন্যস্তিত ব্যয়	৫১,৬৩,৩৬৪
২১	অন্যান্য বিলম্বিত পাওনা	৬৬,৯২,২৪০
২২	মোট বিলম্বিত পাওনা (১৯ হতে ২১)	১,৫১,৯০,৫৯৮
২৩	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+৯+১৮+২২)	৭,৮১,৫২,৩২,৩১০

ক্রঃ নং	সম্পদ ও সম্পত্তি	টাকা
০১	সদস্যগণ ফি ইস্যুকৃত ও ননইস্যুকৃত	১,৭৫,২১,১৯৫
০২	পরিচালন মার্জিন – পূর্ববর্তী বৎসর	(১,১৫,৫০,৭৫,২০৪)
০৩	পরিচালন মার্জিন – বর্তমান বৎসর	(১৫,৬৬,১৮,২৫৪)
০৪	অপরিচালন মার্জিন – পূর্ববর্তী বৎসর	৩৬,১২,৯৪,৬১৩
০৫	অপরিচালন মার্জিন – বর্তমান বৎসর	৩,২৯,০৬,৮২৮
০৬	ডোনেটেড মূলধন ও মূলধনী অর্জন/ক্ষতি	২৬,৪৬,২১,৫৮৯
০৭	মোট ইক্যুইটি এবং মার্জিন (১ হতে ৬)	(৬৩,৫৩,৪৯,২৩৪)
০৮	বাপবিবো ঋণ পন্য জাতীয়	৫,৫৬,৪৫,৯২,২০৫
০৯	বাপবিবো ঋণ (প্রভিশনাল)	৬৩,৮৮,৮৪,৬১২
১০	বাপবিবো ঋণ রিভলবিং	৪০,০০,০০১
১১	মোট বাপবিবো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (৮ হতে ১০)	৬,২০,৭৪,৭৬,৮১৮
১২	গ্রাহক নিরাপত্তা জামানত	২৭,১৪,৪০,০৭৫
১৩	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সুবিধা	৬৬,৯১,৬৪,৯৫৭
১৪	সেচ অগ্রীম	৩৭,৬২,০৩৪
১৫	মোট অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী দায় (১২ হতে ১৪)	৯৪,৪৩,৬৭,০৬৭
১৬	হিসাবের খাতে প্রদেয়	২৪,৮৬,১৭,৪৫৩
১৭	পরিশক্ত সুদ	০
১৮	পরিশক্ত দীর্ঘমেয়াদী ঋণ	৫,৮০,০৪,৫৪০
১৯	অন্যান্য চলতি ও প্রদেয় দেনা	২,৫৯,৯৭,৮৬১
২০	মোট চলতি ও প্রদেয় দেনা (১৬ হতে ১৯)	৩৩,২৬,১৯,৮৫৪
২১	নিরাপত্তা জামানত ও অগ্রীম	৪,৫৪,২৮,৩৬৯
২২	বিবিধ বিলম্বিত দায়	৯২,০৬,৮৯,৪৩৬
২৩	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (৭+১১+১৫+২০+২১+২২)	৭,৮১,৫২,৩২,৩১০

পরিশেষে অত্র সমিতির সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ও গ্রাহক সদস্যবৃন্দের সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে সকলের সহযোগীতা কামনা করে শেষ করছি।

মোঃ ওমর ফারুক
কোয়াহক
সমিতি বোর্ড, চাঁদপুর পবিস-২।

জেনারেল ম্যানেজার-এর প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ডের সম্মানিত এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকমন্ডলী, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ও সুধীমন্ডলী আস্সালামু আলাইকুম। শীতের শিশির স্নাত সকালে কষ্ট স্বীকার করে দূর দূরান্ত থেকে সমিতির ৭ম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহন ও পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে বেগবান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল- গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি ও শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বিপুল জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান/আর্থিক উন্নয়ন সাধন, নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করা। ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বৃহদাকার শিল্পের বিকাশ ঘটানো, টেকসই অর্থনীতি গড়ে তোলা। বিদ্যুৎ শুধু অন্ধকারই দূর করে না-আলোকিত করে মানুষের মনকে। বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষিতে আরো সমৃদ্ধশালী হয়ে দেশের অন্যতম জেলা হিসেবে ইলিশের বাড়ী চাঁদপুর আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ হবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

সুধী মন্ডলী,

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ শুরু থেকে নভেম্বর ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬১২৪ কিঃমিঃ লাইন নির্মাণ করে ৭৪৭ টি গ্রামে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর ৪,৪৬,১৭৯ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিয়েছে। ইতোমধ্যে চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর আওতাভুক্ত চাঁদপুর সদর, মতলব (দঃ), মতলব (উঃ) , ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপজেলার শতভাগ জনগোষ্ঠীকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এ পবিত্র প্রত্যয় অত্র পবিস এলাকায় বাস্তবায়ন কাজ চলমান, পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অব্যাহত আছে।

উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে রামগঞ্জ গ্রীড উপকেন্দ্র হতে ফরিদগঞ্জ ৩৩ কেভি নামে নতুন লাইন একটা ৩৩ কেভি ফিডার নির্মাণ শেষে চালু করা হয়। যার মাধ্যমে ফরিদগঞ্জ ও হাইমচর উপকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। যার ফলে উভয় উপকেন্দ্রে ডুয়াল সোর্স এর সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। আগামী সময়ের চাহিদা বিবেচনা করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মতলব উত্তর উপজেলায় একটা নতুন গ্রীড উপকেন্দ্রের প্রস্তাব প্রেরণের মাধ্যমে পিজিসিবি কর্তৃক নতুন গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্য মন্ডলী,

বর্তমান অর্থবছর গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে উঠান বৈঠক, গণশুনানী কার্যক্রম অব্যাহত রেখে গ্রাহক সদস্যগণকে সচেতন করা হচ্ছে। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য বিতরন ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পূর্বশর্ত। বিতরণ ব্যবস্থাকে গাছপালা কেটে নিরাপদ করতে হয়। এ কাজে আপনাদের সহযোগিতা ও সামাজিকভাবে অংশগ্রহণ আবশ্যক।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্য ও সুধী মন্ডলী, পার্শ্ব সংযোগ বা অনুমোদনবিহীন লোড বৃদ্ধির কারণে বিতরণ লাইনে স্থাপিত ট্রান্সফরমার নষ্ট/পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এতে নষ্ট/পুড়ে যাওয়া ট্রান্সফরমারের আওতাভুক্ত গ্রাহকবৃন্দের আর্থিক ক্ষতিসহ নানামুখী ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হয়। পার্শ্ব সংযোগ ও অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দকে এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

পরিশেষে, সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিকবৃন্দ, সুশীলসমাজ, পিডিবি ও পিসিজিবির কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং সকল সুধীজনের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আন্তরিক সহযোগিতার বিষয়টি আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরন করছি। ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে, কাছে দূরে যে যেখানেই রয়েছেন তাদের সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও চলার পথ কন্টকমুক্ত হউক এ শুভ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।

দেব কুমার মালো
জেনারেল ম্যানেজার
চাঁদপুর পবিস-২।

"জ্বলছে আলো চলছে দেশ, এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ"

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

শ্রেণী ভিত্তিক গ্রাহক সংযোগ

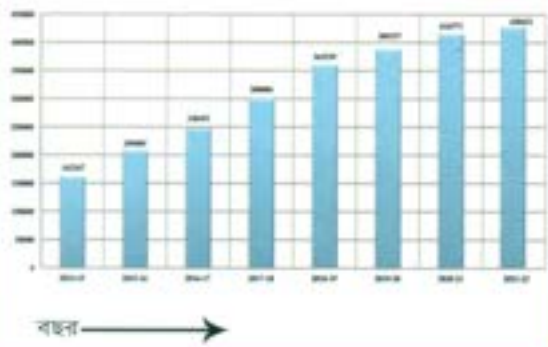

শ্রেণী ভিত্তিক বিদ্যুৎ ব্যবহার

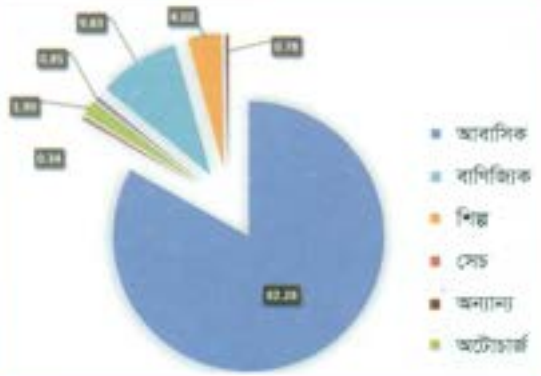

বিল আদায় (%)

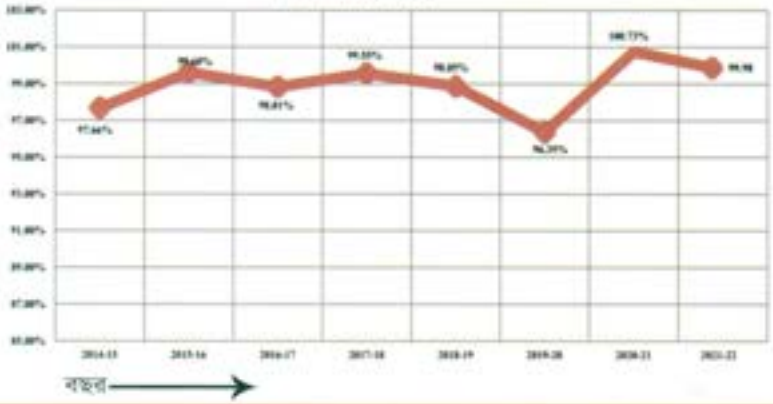

সিস্টেম লস (%)

সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ সংযোগ ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সম্মানিত বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের করণীয়

১। দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা হলো "খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখা, অধিক ফসল উৎপাদন করা ,খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার তা করতে হবে; কোন জমি যেন পতিত না থাকে"।

২। এখন হতে বৈদ্যুতিক সেচ কার্যক্রমের জন্য আলাদাভাবে কোন সেচ মৌসুম থাকবে না। স্থানীয় এলাকার প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে সারা বছর ব্যাপী বৈদ্যুতিক সেচ কাজ পরিচালিত হবে। আউশ,আমন ও বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যে সকল ধরণের কৃষিকর্ম সেচ কার্যের আওতাভূক্ত হবে।

৩। সমিতির নির্মিত লাইন এবং ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় নির্মিত এলটি/এইচটি লাইন হতে সেচ সংযোগ প্রদান করা যাবে। তবে এলটি লাইন কনর্ভাশন বা পুশ পোল স্থাপনের প্রয়োজন হলে নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ সাপেক্ষে পবিস কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের আওতায় তা তৈরী করা যেতে পারে।

৪। নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে ৫০ কিঃওঃ পর্যন্ত লোডের প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমার, সার্ভিস ড্রপ (১৩০ ফুট) ও মিটার পবিস কর্তৃক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে।

৫। সার্ভিস ড্রপের (১৩০ ফুট) আওতায় বিদ্যুৎ লাইন নির্মিত না থাকলে গ্রাহকের নিকট হতে পোল, তারসহ সমুদয় নির্মাণ ব্যয় গ্রহণ সাপেক্ষে পবিস কর্তৃক ডিপোজিট ওয়ার্কের নীতিমালায় পবিসের নির্মিত লাইন হতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) স্প্যান লাইন তৈরী করা যেতে পারে।

৬। নতুন সেচ সংযোগের ক্ষেত্রে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার আইটেম (জে-৩৯ ও জে-৩) এবং মিটার সকেট (জে-৫) সরবরাহ করতে হবে এবং এর বিপরীতে গ্রাহকের নিকট হতে মিটার আইটেমের (জে-৩৯ ও জে-৩) জন্য বিইআরসি,র নীতিমালা অনুসারে প্রযোজ্য মাসিক মিটার ভাড়া আদায় করতে হবে। এছাড়া পুরাতন সেচ গ্রাহকের মিটার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সমিতি কর্তৃক বিনামূল্যে মিটার আইটেম (জে-৩৯ ও জে-৩) সরবরাহ করতে হবে এবং সেক্ষেত্রেও বিইআরসি,র নীতিমালা অনুসারে প্রযোজ্য মাসিক মিটার ভাড়া আদায় করতে হবে।

৭। সমিতির সরবরাহকৃত ট্রান্সফরমার চুরি হলে প্রথমবার চুরিকৃত ট্রান্সফরমারের ৫০% মূল্য গ্রাহক পরিশোধ করবে। ২য় বার বা পরবর্তী সময়ে যত বারই ট্রান্সফরমার চুরি হবে ততবারই গ্রাহককে নতুন ট্রান্সফরমার ক্রয় বা ট্রান্সফরমারের মূল্য বাবদ ১০০% অর্থ পরিশোধ করতে হবে। তবে গ্রাহকের ক্রয়কৃত ট্রান্সফরমার চুরি হলে একই সাইজের ট্রান্সফরমার গ্রাহককে সরবরাহ করতে হবে।

৮। সেচ সংযোগে ব্যবহৃত তার (গ্রাহকের নিকট রক্ষিত অবস্থায়) পুণঃ সংযোগের পূর্বে চুরি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হলে গ্রাহক কর্তৃক তা ক্রয়পূর্বক প্রতিস্থাপন করতে হবে অথবা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সরবরাহ করা হলে সেক্ষেত্রে মালামালের ১০০ % মূল্য গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে।

সম্মানিত গ্রাহকগণকে আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, বিগত একযুগে বিদ্যুৎ খাতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে যার সুফল জনগণ ভোগ করছে। বর্তমানে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন সক্ষমতা বেশী থাকা সত্ত্বেও জ্বালানির সরবরাহ জনিত পিক আওয়ারে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিভ্রাট দেখা দিতে পারে, ফলে অনেক সময় লোডশেডিং করার প্রয়োজন হয়। আসন্ন সেচ মৌসুমে এরূপ পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে গ্রাহকগণের সহযোগিতা কামনা করে এবং সেচ সংযোগ এর নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

- ❑ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়িয়ে সেচ পাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে রাত ১১টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত সেচ পাম্প চালু রাখুন;
- ❑ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে হুকিং বা অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বিরত থাকুন;
- ❑ বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "ওয়েট এন্ড ড্রাই" পদ্ধতিতে সেচ কাজ সম্পাদন করুন;
- ❑ সর্বোপরি বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হউন। এতে আপনার লাভ তথা দেশের লাভ;
- ❑ সেচ মৌসুমে সেচ সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গ্রহণ ও দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাপবিবো ও চাঁদপুর পবিস-২ এর "সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" এর নিম্নোক্ত নম্বরে ফোন করে সেচ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংস্থা/পবিস/ জোনাল/সাব জোনাল অফিসের নাম	"সেচ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ" এর নম্বর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	ফোন: ০২-৮৯০০৫৭৫, ০১৭৯২-৬২৩৪৬৭ ই- মেইল: Brebcontrolroom@gmail.com বাপবিবো'র ওয়েবসাইট: www.reb.gov.bd
চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ (সদর দপ্তর)	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০৯২৪ পবিসের ওয়েবসাইট: www.pbs2.chandpur.gov.bd
ফরিদগঞ্জ জোনাল অফিস	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০৯১৪
মতলব উত্তর জোনাল অফিস	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০৯২৮
মতলব দক্ষিণ জোনাল অফিস	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০৯২২
কামতা সাব জোনাল অফিস	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০৯১৫
হাইমচর সাব জোনাল অফিস	মোবাইল: ০১৭৬৯-৪০০৯১৮

সেচ মৌসুমের পর ট্রান্সফরমার চুরি/নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য ট্রান্সফরমার নামিয়ে রাখার অনুরোধ করা হলো।

আলোক চিত্রে সমিতির কার্যক্রম

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালন নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২ এর পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ঢাকা এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন।

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালন নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২২ এর পর্যালোচনা সভার শুরুতে সমিতি পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ঢাকা এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাং সেলিম উদ্দিন, সদস্য (অর্থ) মহোদয় সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

গত ৯-১২-২০২২ ইং তারিখে 'আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস' এর মানববন্ধনে চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব দেব কুমার মালো।

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক মতলব উত্তর উপজেলায় গণশুনানী অনুষ্ঠিত হয়, গণশুনানী অনুষ্ঠানে মতলব উত্তর উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সমিতি বোর্ডের সচিব এবং চাঁদপুর পবিস-২ এর জেনারেল ম্যানেজার উপস্থিত ছিলেন।

আলোক চিত্রে সমিতির কার্যক্রম

গত ০২/১০/২২ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর যুগ্মপ্রধান, শিল্প ও শক্তি কমিশন জনাব মোল্লা মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ পরিদর্শন করেন।

জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস ২০২২ এর উদ্বোধন করেন চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব দেব কুমার মালো সহ অন্যান্যরা।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি ২০২২ উপলক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর জেনারেল ম্যানেজার জনাব দেব কুমার মালো।

মহান বিজয় দিবস ২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ কুমিল্লা জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব এম.এ. হান্নান, সমিতির জেনারেল ম্যানেজার, সমিতির বোর্ড পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি

এম.এ মালেক
সভাপতি ও এলাকা পরিচালক

মোহাম্মদ আলীম আজম রেজা
সহ-সভাপতি ও এলাকা পরিচালক

আমীরুল ইসলাম চৌধুরী
সচিব ও এলাকা পরিচালক

মোঃ ওমর ফারুক
কোষাধ্যক্ষ ও মনোনীত এলাকা পরিচালক

মোহাম্মদ নূরুল হক মিয়া
এলাকা পরিচালক, এলাকা নং-০২

মোঃ নুরুন্নবী পাটওয়ারী
এলাকা পরিচালক, এলাকা নং-০৩

মোঃ মাকসুদ আলম পাটোয়ারী
এলাকা পরিচালক, এলাকা নং-০৫

মোঃ মকবুল হোসেন
মনোনীত এলাকা পরিচালক

মোঃ ফরিদ আহমেদ
মনোনীত এলাকা পরিচালক

নাসরিন আক্তার
মহিলা পরিচালক

নাজমা আক্তার
মহিলা পরিচালক

আয়েশা সিদ্দিকা
মহিলা পরিচালক

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, কুমিল্লা।

মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুম
নির্বাহী প্রকৌশলী
বাপবিবোর্ড, কুমিল্লা পল্লিভবন।

মোঃ আজমুল হোসেন
সহকারী প্রকৌশলী
বাপবিবোর্ড, চাঁদপুর পল্লিভবন-২।

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

দেব কুমার মালো
জেনারেল ম্যানেজার

প্রকৌশলী মোহাম্মদ কামাল হোসেন
ডিজিএম, ফরিদগঞ্জ জোঃ অঃ

সাদেক মিয়া
ডিজিএম (কারিগরী), সদর দপ্তর

মোঃ সহিদুল ইসলাম
ডিজিএম, মতলব (দঃ) জোঃ অঃ

মোঃ সামছু উদ্দিন
ডিজিএম, মতলব (উঃ) জোঃ অঃ

মোঃ রহমতে সোবহান
এজিএম (অর্থ)

মালিক মোঃ ইয়াহিয়া
এজিএম (এমএস)

ওয়াদুদ খন্দকার
এজিএম (প্রশাসন)

আসীর ইনন্তেসার
এজিএম (ওএন্ডএম), কচুয়া-সদর জোঃ অঃ

মোঃ রায়হানুল ইসলাম
এজিএম (ওএন্ডএম), মতলব (উঃ) জোঃ অঃ

মোঃ হাফিজুর রহমান
এজিএম (ওএন্ডএম), হাজীগঞ্জ সদর-জোঃ অঃ

মিফতাহ উদ্দিন
এজিএম (ওএন্ডএম), সদর দপ্তর

মোঃ সাহাবুদ্দিন
এজিএম (ইএন্ডসি)

মোঃ সোহাগ মিয়া
এজিএম (আইটি-১)

মোঃ সাইফুল হক
এজিএম (আইটি-২)

মোঃ নাজির উল্লাহ
এজিএম (ওএন্ডএম), ফরিদগঞ্জ জোঃ অঃ

রোকসানা আক্তার
এজিএম (ওএন্ডএম), মতলব (দঃ) জোঃ অঃ

সমিতির আইন উপদেষ্টা : এড. মোঃ তোফায়েল হোসেন

সমিতির রিটেইনার ডাক্তার: ১। ডাঃ মোঃ হারুন-অর-রশীদ, সদর দপ্তর।

২। ডাঃ মোঃ ইসমাইল হোসেন, মতলব (উঃ) জোঃ অঃ।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য কতিপয় সতর্কবাণী

বিদ্যুৎ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি কিন্তু সামান্য অসতর্কতা বা সাধারণ জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় বিদ্যুৎ মানুষের জীবন নাশেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহারকারীর সম্যকজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

০১। ভিজা হাতে বা খালি পায়ে কখনও সুইচে হাত দিবেন না। সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।

০২। ছোট ছেলে মেয়েদের কখনই সুইচ, সকেট, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত দিতে দিবেন না।

০৩। সুইচ অন অবস্থায় কখনও হোল্ডারে বাল্ব লাগানো বা খোলার চেষ্টা করবেন না।

০৪। মেইন সুইচের ফিউজ পুড়ে গেলে প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে ফিউজ বদলিয়ে দিবেন। এতে লাইন ত্রুটিমুক্ত না হলে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভিলেজ ইলেক্ট্রিশিয়ানের সাহায্য নিবেন।

০৫। মেইন সুইচে কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটা ফিউজ ব্যবহার করবেন না। বার বার ফিউজ কেটে গেলে একজন ইলেক-ট্রিশিয়ান দ্বারা ওয়্যারিং পরীক্ষা করান।

০৬। প্রয়োজন ব্যতীত কখনো মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী তারে হাত দিবেন না।

০৭। সকেট থেকে প্লাগ রেব করার সময় প্রথমে সুইচ অফ করুন। তারপর প্লাগের দুই পার্শ্ব সমান জোরে টেনে ধরে বের করুন। কখনো প্লাগের তার ধরে টান দিবেন না।

০৮। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরী ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বাধ্য করবেন।

০৯। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনও হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে।

১০। কৌতুহল বশতঃ লাইনের তারের উপরে রশি, আপাছা, সাপ ইত্যাদি ছুঁড়ে মারবেন না। ছোট ছেলে মেয়েদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করুন, কারন এতে জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে এবং লাইনের মারাত্মক ক্ষতি সাধন হতে পারে।

১১। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখলে কখনোই স্পর্শ করবেন না। এ অবস্থায় থাকলে সাথে সাথে সমিতিতে অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে সংবাদ দিন এবং সমিতির লোক না পৌছানো পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন।

১২। বিদ্যুৎ লাইনের উপর বাঁশ, গাছ ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখলে বা স্পর্শ হয়ে আগুন জ্বলতে দেখলে তাৎক্ষনিকভাবে সমিতির সদর দপ্তর অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে খবর দিন।

১৩। বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনাজনিত অগ্নিকান্ডে কখনও পানি দেবেন না। প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধের ব্যবস্থা নিবেন এবং তারপর শুকনা বালি বা মাটি দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করুন।

১৪। বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে কখনো গাছ লাগাবেন না এবং লাইনের পাশে কখনো ঘুড়ি উড়াবেন না। এতে জীবনহানি ও আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।

১৫। বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তারে গরু, ছাগল ইত্যাদি বাঁধবেন না এবং খুঁটি ও টানা তার সংলগ্ন মাটি কখনও কেউ সরাবেন না।

১৬। সমিতির সাথে পরামর্শ ব্যতীত আপনার সংযোগের লোড (বাতি, মটর, ফ্যান ইত্যাদি) বৃদ্ধি করবেন না। এতে আপনার ব্যবহৃত ট্রান্সফরমারটি পুড়ে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হতে পারে।

১৭। কোন ব্যক্তি বা জীবন্ত-প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।

১৮। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনে কোন গাছ বা গাছের অংশ যাতে স্পর্শ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন এবং স্পর্শ করার পূর্বেই কাটার ব্যবস্থা করুন।

১৯। গাছ-পালা কাটার সময় যদি ঐ গাছের অংশ লাইনের উপরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গাছ কাটার পূর্বে সমিতিতে খবর দিন।

২০। বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ থাকুন এবং তা প্রতিহত করে একজন আদর্শ গ্রাহকের পরিচয় দিন।

"কম বিল অধিক আলো, এলইডি বাল্বই ভালো"

বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক তার সহ অন্যান্য মালামাল চুরি রোধে সম্মানিত গ্রাহক সদস্যদের করণীয়

"ট্রান্সফরমার চুরি" এ কথাটি আমরা প্রতিনিয়ত শুনে থাকি। ট্রান্সফরমার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনের বৈদ্যুতিক পাওয়ারকে ঠিক রেখে উচ্চ বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ কে কমিয়ে নিম্ন বৈদ্যুতিক ভোল্টেজে রুপান্তর করে আবাসিক, বাণিজ্যিক, সিআই, সেচ ও শিল্প সংযোগ প্রদান করা হয়। এ থেকে ধারনা করা যায় যে, ট্রান্সফরমার নামক বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যতীত বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা কোনভাবেই সম্ভব নহে। তাহলে বুঝা যায় ট্রান্সাফরমার একটি অত্যন্ত-প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এ যন্ত্র চুরি হয়ে গেলে সাথে সাথে সম্মানিত গ্রাহকদের বিদ্যুৎ সরবরাহ যেমন বন্ধ হয়ে যায়, তেমনি সংশ্লিষ্ট গ্রাহকসহ সমিতি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ ধরনের চুরি জাতীয় অর্থনীতিতে বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সম্মানিত গ্রাহকদেরকে ট্রান্সফরমার সমিতিতে মজুদ না থাকিলে মূল্য পরিশোধ করলেও অনেক সময় ট্রান্সফরমার প্রদান করা সমিতির পক্ষে সম্ভব হয় না। এ মূল্যবান যন্ত্র বিদেশ হতে ক্রয় করতে হয় এবং যাহা অত্যধিক ব্যয় বহুল।

ট্রান্সফরমার ছাড়াও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী যেমন তার, খুঁটি, ইন্সুলেটর, ক্রসআর্ম প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রাহকের বাড়ীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এ সকল মালামাল চুরি হলে পুনঃস্থাপন করা সময় সাপেক্ষে ও ব্যয় বহুল। ফলে গ্রাহকদেরকে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক লাইনের মালামাল চুরি প্রতিরোধ কল্পে অত্র সমিতি স্থানীয় প্রশাসনসহ পুলিশ প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা ছাড়াও লিফলেট বিতরন, উদ্বুদ্ধকরণ সভার মাধ্যমে গ্রাহকদেরকে অবহিত করা হয়। তাই গ্রাহকদের সংঘবদ্ধভাবে চুরি প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরির সাথে জড়িত কোন সন্দেহ ভাজন ব্যক্তি/ব্যক্তিদের নাম ঠিকানা তাৎক্ষনিকভাবে সমিতিকে অবহিত করলে এবং ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চোরকে ধরার ব্যবস্থা করতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে। এ ছাড়া ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের নিরাপত্তা বিধান কল্পে গ্রাহক সদস্যদেরকে নিজ দায়িত্বে নৈশকালীন পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। সেচ গ্রাহকবৃন্দ সেচ মৌসুম শেষে ট্রান্সফরমার উঠানো/নামানোর খরচ বহন করে সমিতির সহযোগিতায় খুলে গ্রাহকদের নিজ হেফাজতে রাখতে পারেন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমিতিতে ফেরৎ দিতে পারেন। গ্রাহক সদস্যগনই সমিতির প্রকৃত "মালিক ও সেবক"। তাই মালিকের মমত্ববোধ নিয়ে সকলেই ট্রান্সফরমার ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি প্রতিরোধ সহ সমিতির উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হবে।

"লাভ নয় লোকসান নয় এ মূলনীতিতে পবিস পরিচালিত হয়"

খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার ও সংযোগ বিষয়ক নির্দেশাবলী

ক. নিম্নচাপ (এলটি) ঃ ২৩০/৪০০ ভোল্ট

বিদ্যুৎ সরবরাহ : নিম্নচাপ এসি সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট এবং তিন ফেজ ৪০০ ভোল্ট
ফ্রিকোয়েন্সি : ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড
অনুমোদিত লোড : সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কিঃ ওঃ এবং তিন ফেজ ০-৮০ কিঃ ওঃ

	গ্রাহক শ্রেণি			এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ)	ডিমান্ড রেট/চার্জ টাকা/কি.ও. (অনুমোদিত লোড/মাস)
১	এলটি-এ : আবাসিক	:			৩০.০০
	লাইফ লাইন ইউনিট	:	০-৫০ ইউনিট	৩.৭৫	
	প্রথম ধাপ	:	০-৭৫ ইউনিট	৪.১৯	
	দ্বিতীয় ধাপ	:	৭৬-২০০ ইউনিট	৫.৭২	
	তৃতীয় ধাপ	:	২০১-৩০০ ইউনিট	৬.০০	
	চতুর্থ ধাপ	:	৩০১-৪০০ ইউনিট	৬.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ	:	৪০১-৬০০ ইউনিট	৯.৯৪	
	ষষ্ঠ ধাপ	:	৬০০ ইউনিটের উর্ধে	১১.৪৬	
২	এলটি বি: সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প			৪.১৬	৩০.০০
৩	এলটি-সি-১ : ক্ষুদ্র শিল্প				৪০.০০
	ফ্লাট			৮.৫৩	
	অফ-পিক			৭.৬৮	
	পিক			১০.৬৯	
৪	এলটি-সি ২ : নির্মাণ			১২.০০	১০০.০০
৫	এলটি-ডি ১ : শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল			৬.০২	৫০.০০
৬	এলটি-ডি ২ : রাস্তার বাতি, পানির পাম্প			৭.৭০	৭৫.০০
৭	এলটি-ডি ৩ : ব্যাটারি চার্জিং স্টেশন				৭৫.০০
	ফ্লাট			৭.৭০	
	অফ-পিক			৬.৯৩	
	সুপার অফ-পিক			৫.৪৯	
	পিক			১০.০৫	
৮	এলটি-ই : বাণিজ্যিক ও অফিস				৭৫.০০
	ফ্লাট			১০.৩০	
	অফ-পিক			৯.২৭	
	পিক			১২.৩৬	
৯	এলটি-টি : অস্থায়ী			১৬.০০	১০০.০০

খ) বিবিধ চার্জ/ ফি

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/ প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
১	নতুন সংযোগের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১০০০.০০
৩	বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) চার্জ/বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৩০০.০০
			খ) তিন ফেজ	১৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		৩০০০.০০
		ইএইচটি		১০০০০.০০
৪	গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC) / গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগে পুনঃসংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০.০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		৪০০০.০০
৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০.০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০.০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি এবং এইচটি		১০০০.০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
৭	জরুরী প্রয়োজনে ট্রান্সফরমার ভাড়া (সর্বোচ্চ ১৫ দিন, তবে বিশেষ বিবেচনায় বিতরণ সংস্থা ৩০ দিন)	[illegible]		৫০০.০০ দিন
		[illegible]		১০০০.০০ দিন

সেচ ও শিল্প সংযোগে ক্যাপাসিটর ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থায় ইন্ডাকটিভ লোড বেড়ে গেলে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে যায়। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কম হলে সার্কিট দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় বেশী হয়। ইন্ডাক্টিভ লোড তথা সেচ ও শিল্প সংযোগে বৈদ্যুতিক মোটরের পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ক্যাপাসিটর ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত করা যায়। এ কারণে সেচও শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে সঠিক মানের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। ক্যাপাসিটর ব্যবহার না করার কুফল ও ক্যাপসিটর ব্যবহারের সুফল বর্ণনা করা হল ঃ

ক্যাপাসিটর ব্যাবহারের সুবিধা সমূহ	ক্যাপাসিটর ব্যবহার না করার অসুবিধা সমূহ
লাইনের ভোল্টেজ বেশী থাকে।	নির্দিষ্ট মানের লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কমে গিয়ে সার্কিটে কারেন্টের মান বাড়িয়ে দেয় ফলে বিদ্যুৎ লস বেড়ে যায়।
বৈদ্যুতিক মটর এর তার কম গরম হয়, ফলে মটরের আয়ুস্কাল বৃদ্ধি পায়। মটরের ওয়েন্ডিং লস কমে গিয়ে কিলোওয়াট আওয়ার কনজামশান কম হবে,	মটরের কয়েলে প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ, বর্গানুপাতে বৃদ্ধি পায়, পাওয়ার লস বেড়ে যায়, মটরের কয়েল গরম হয়, ফলে মটরের কয়েল পুড়ে যেতে পারে।
মিটারের রিডিং কম আসে। গ্রাহককে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মাশুল দিতে হয় না। মটরের কার্যক্ষমতা	সার্কিটে পাওয়ারের পতন ঘটে, মিটারের রিডিং অপেক্ষিক ভাবে বেড়ে যায়, মটর ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির আয়ু কমে যায়।
বৃদ্ধি পায় এবং মটর কম গরম হয়। নির্ধারিত লোডে ওয়্যারিং এর তারের সাইজ এর পরিবর্তন জনিত বাড়তি খরচ	মটরে কারেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে মটর গরম হয় ও মটরের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায়।
করতে হয় না এবং পাওয়ার লস কমবে। পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নত করলে প্রাইমারি মিটারিং এর গ্রাহকগণের	প্রয়োজনের অতিরিক্ত কারেন্টের জন্য তারের সাইজ বাড়াতে হয় নতুবা তার গরম হয়ে পুড়ে যায়।
ট্রান্সফরমার অপচয় শতকরা প্রায় দুই ভাগ হ্রাস পায়।	নির্দিষ্ট মানের ট্রান্সফরমার ব্যাংকের আওতায় কারেন্টের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার ফলে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় বৃদ্ধি পায়। কারেন্টের অপচয় বৃদ্ধির ফলে নির্ধারিত লোড সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয় না।

সকল প্রকার সেচ ও শিল্প মটর সংযোগের সময় সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারিত সাইজের ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন করতে হয়। পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মান-৯৫% এর কম হলে সমিতির বিধি মোতাবেক মাসিক বিদ্যুৎ বিলের সাথে জরিমানা ধার্য করতে হয়। সুতরাং নির্ধারিত সাইজের ক্যাপাসিটর ব্যবহার করে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান উন্নত করলে গ্রাহক এবং সমিতি উভয়েই উপকৃত হবে।

বিদ্যুৎ বিল গ্রহণকারী ব্যাংক শাখা সমূহ [এজেন্ট ব্যাংক সহ]

চাঁদপুর সদর উপজেলা

০১। দি সিটি ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
০২। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	ছোট সুন্দর শাখা
০৩। রূপালী ব্যাংক লিঃ	মহামায়া শাখা
০৪। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	অশিকাটি শাখা
০৫। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	বাবুরহাট শাখা
০৬। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	চান্দ্রা বাজার শাখা
০৭। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	বাগড়া বাজার শাখা
০৮। রূপালী ব্যাংক লিঃ	শাহতলী শাখা
০৯। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	মুন্সীরহাট শাখা
১০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১১। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১২। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	ফরক্কাবাদ শাখা
১৩। ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১৪। রূপালী ব্যাংক লিঃ	বাবুরহাট শাখা
১৫। মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১৬। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১৭। ব্যাংক এশিয়া লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১৮। এবি ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা
১৯। ইসলামী ব্যাংক লিঃ	চাঁদপুর শাখা

এজেন্ট ব্যাংক

০১। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	ফরক্কাবাদ বাজার
০২। সোস্যাল ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	বাগড়া বাজার
০৩। দি সিটি এজেন্ট ব্যাংক	মহামায়া বাজার
০৪। আল-আরাফাহ ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	মহামায়া বাজার
০৫। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	মহামায়া বাজার
০৬। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	ফরক্কাবাদ বাজার

মতলব উত্তর উপজেলা

০১। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	ছেঙ্গারচর বাজার শাখা
০২। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	নন্দলালপুর শাখা
০৩। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	বেলতলী শাখা
০৪। জনতা ব্যাংক লিঃ	ছেঙ্গারচর বাজার শাখা
০৫। জনতা ব্যাংক লিঃ	মোহনপুর শাখা
০৬। জনতা ব্যাংক লিঃ	কালিপুর বাজার শাখা
০৭। জনতা ব্যাংক লিঃ	সুজাতপুর শাখা
০৮। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	নিশ্চিন্তপুর শাখা
০৯। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	নাউরী শাখা
১০। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	গজরা বাজার শাখা
১১। মেঘনা ব্যাংক লিঃ	অমলন্দ বাজার শাখা
১২। পদ্মা ব্যাংক লিঃ	সুজাতপুর শাখা

এজেন্ট ব্যাংক

০১। দি সিটি এজেন্ট ব্যাংক	বাগাদবাড়ি বাজার
০২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	সাহেব বাজার
০২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	ছেংগাচর বাজার
০২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	কালিপুর বাজার
০২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	কালির বাজার
০২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	নতুন বাজার
০২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	সুজাতপুর বাজার
১০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্ট ব্যাংক	বেলতলী বাজার

হাইমচর উপজেলা

০১। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	হাইমচর শাখা
০২। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চরভৈরব শাখা
০৩। এনআরবিসি ব্যাংক	হাইমচর শাখা

এজেন্ট ব্যাংক

০১। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	আলগী বাজার
০২। সোস্যাল ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	আলগী বাজার

ফরিদগঞ্জ উপজেলা

০১। জনতা ব্যাংক লিঃ	ফরিদগঞ্জ শাখা
০২। ব্যাংক এশিয়া লিঃ	ফরিদগঞ্জ শাখা
০৩। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	চান্দ্রা বাজার শাখা
০৪। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মুন্সীরহাট শাখা
০৫। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	খাজুরিয়া শাখা
০৬। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	রূপসা বাজার শাখা
০৭। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কালির বাজার শাখা
০৮। পূবালী ব্যাংক লিঃ	রামপুর শাখা
০৯। পূবালী ব্যাংক লিঃ	গুপ্তকান্দিয়া শাখা
১০। মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	ফরিদগঞ্জ শাখা
১১। এনসিসি ব্যাংক লিঃ	ফরিদগঞ্জ শাখা
১২। জনতা ব্যাংক লিঃ	গন্ধ্যক শাখা
১৩। জনতা ব্যাংক লিঃ	বালিথুবা শাখা
১৪। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	বালিথুবা শাখা
১৫। ব্যাংক এশিয়া লিঃ	রূপসা বাজার শাখা
১৬। পদ্মা ব্যাংক লিঃ	গুপ্তকান্দিয়া শাখা
১৭। রূপালী ব্যাংক লিঃ	বিরামপুর শাখা
১৮। রূপালী ব্যাংক লিঃ	শোশাইর চর শাখা
১৯। রূপালী ব্যাংক লিঃ	নয়াহাট শাখা
২০। মধুমতী ব্যাংক লিঃ	ফরিদগঞ্জ শাখা
২১। মার্কেন্টাইল ব্যাং লিঃ	চান্দ্রা বাজার উপ-শাখা

এজেন্ট ব্যাংক

০১। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	গোয়ালন্ডাঙর বাজার
০২। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	কামতা বাজার
০৩। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	আস্টা বাজার
০৪। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	ফকির বাজার
০৫। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	গাজীপুর বাজার
০৬। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংক	ফিরোজপুর বাজার
০৭। সোস্যাল ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	চান্দ্রা বাজার
০৮। সোস্যাল ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	কামতা বাজার
০৯। দি সিটি এজেন্ট ব্যাংক	গুপ্তকান্দিয়া বাজার
১০। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল এজেন্ট ব্যাংক	পাটওয়ারী বাজার
১১। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	গন্ধ্যক বাজার
১২। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	টোরা-মুন্সিরহাট বাজার
১৩। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	চান্দ্রা বাজার
১৪। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	কালির বাজার
১৫। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	শোল্লা বাজার
১৬। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	রূপসা বাজার
১৭। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	গুপ্তকান্দিয়া বাজার
১৮। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	গোয়ালন্ডাঙর বাজার
১৯। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	গাজীপুর বাজার
২০। ইসলামী এজেন্ট ব্যাংক	বেড়ির বাজার

মতলব দক্ষিণ উপজেলা

০১। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	মতলব শাখা
০২। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ	নারায়নপুর শাখা
০৩। পূবালী ব্যাংক লিঃ	নয়েরগাঁও শাখা
০৪। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মতলব শাখা
০৫। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	মাষ্টার বাজার শাখা
০৬। পদ্মা ব্যাংক লিঃ	নারায়ণপুর শাখা
০৭। এক্সিম ব্যাংক লিঃ	নারায়ণপুর শাখা
০৮। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	নয়েরগাঁও শাখা
০৯। এনআরবিসি ব্যাংক	মতলব শাখা
১০। রূপালী ব্যাংক লিঃ	মতলব শাখা
১১। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ	মুন্সিরহাট উপ-শাখা

এজেন্ট ব্যাংক

০১। দি সিটি এজেন্ট ব্যাংক	মতলব বাজার

উল্লেখিত ব্যাংকসমূহে ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী আপনি বিদ্যুৎ বিল জমা প্রদান করতে পারেন। এছাড়াও অফিস চলাকালীন সময়ে সমিতির চাঁদপুর-বাবুরহাট সদরদপ্তর, ফরিদগঞ্জ, মতলব উত্তর, মতলব দক্ষিণ, হাইমচর ও কামতা সাব জোনাল অফিসে সকাল ৯:০০-বিকাল ২:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত এবং বৃহস্পতিবার সকাল ৯:০০ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল জমা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

"সময়মত নিকটবর্তী ব্যাংকে আপনার বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন"

চাঁদপুর পবিস-২ এর দাপ্তরিক মোবাইল নাম্বর

ক্র. নং	পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	ক্র. নং	এরিয়া অফিস ও অভিযোগকেন্দ্রের নাম	মোবাইল নম্বর
০১	জেনারেল ম্যানেজার	০১৭৬৯৪০২১৫১	১৭	সদর লঞ্চর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২৪
০২	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, মতলব (উ:) জো: অ:	০১৭৬৯৪০০১০০	১৮	মতলব (উ:) জো: অ: অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২৮
০৩	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, ফরিদগঞ্জ জো: অ:	০১৭৬৯৪০০০৯৫	১৯	মতলব (দ:) জো: অ: অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২২
০৪	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, মতলব (দ:) জো: অ:	০১৭৬৯৪০০০৯৬	২০	ফরিদগঞ্জ জো: অ: অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯১৪
০৫	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (কারিগরী), সদর লঞ্চর	০১৭৬৯৪০০০৯৮	২১	কমতা সাব-জোনাল অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯১৫
০৬	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (সদস্য সেবা)	০১৭৬৯৪০২১৫৪	২২	মহামায়া এরিয়া অফিস	০১৭৬৯৪০০৯২৫
০৭	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (অর্থ-হিসাব)	০১৭৬৯৪০৭৩৯৭	২৩	চান্দ্রা অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯১৬
০৮	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), সদর লঞ্চর	০১৭৬৯৪০০৩৩৩	২৪	রামপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯১৭
০৯	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (প্রশাসন)	০১৭৬৯৪০৭৩৯৬	২৫	আলগী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯১৮
১০	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ইএন্ডসি)	০১৭৬৯৪০২৫৯৭	২৬	নারায়ণপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২৩
১১	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (আইটি)	০১৭০৪১০৬৫৯০	২৭	বাগাদি অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২৬
১২	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), মতলব (দ:)	০১৭৬৯৪০০৩৩২	২৮	বালিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২৭
১৩	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), মতলব (উ:)	০১৭৬৯৪০০৩২৮	২৯	সুজাতপুর অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯৩০
১৪	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম), ফরিদগঞ্জ	০১৭৬৯৪০০৩২৯	৩০	ফরাজীকান্দী অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০০৯২৯
১৫	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম) কমতা সাব-জো: অ:	০১৭৬৯৪০২৫৯৮	৩১	খাসেরগাঁও অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭৬৯৪০৭০৫৯
১৬	সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওএন্ডএম) হাইমচর সাব-জো: অ:	০১৭৬৯৪০৭৫৩৮	৩২	সাহেবগঞ্জ কুটিবাজার অভিযোগ কেন্দ্র	০১৭০৪১০৬৫৭০

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং-এ ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক লাইন মেরামতে নিয়োজিত "দুর্যোগে আলোর গেরিলা"

ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট-২০১৮

বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ ধ্বংস/ ক্ষতিসাধনের কারণে ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্ট এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ ঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি / জরিমানা
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩২(১)	বাসগৃহ বা কোন স্থানে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার বা চুরি করা।	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩২(২)	শিল্প ও বাণিজ্যিক অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার বা চুরি করা।	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত মূল্যের দ্বিগুন অথবা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৩ (১ও ২)	অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিদ্যুতের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যহত করা বা যন্ত্রাংশ স্থাপন, কৌশল বা কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার।	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৪	উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিদ্যুৎ অপচয় করা অথবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা অথবা সংযোগের ক্ষতিসাধন করা অথবা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করা।	অন্যূন ১ (এক) বৎসর এবং অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৫	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সরঞ্জামাদি নষ্ট করা।	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার এবং অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৬	চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখা।	অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৭	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিতরণ ব্যবস্থা হতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে বিদ্যুৎ লাইন প্রদান বা বিদ্যুতের অবৈধ ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার।	অনধিক ১(এক) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৮	মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহার।	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৯ (১)	বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করা।	অন্যূন ৭ (সাত) বৎসর এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৩৯ (২)	বিদ্যুৎ কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি অবহেলা বশতঃ মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করা।	অনধিক ১ (এক) বৎসর অথবা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।
বিদ্যুৎ আইন ধারা-৪০	সুনির্দিষ্ট দন্ডের বিধান উল্লেখ নাই এইরূপ কোন বিধান অথবা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করা।	অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডনীয়।

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অধ্যাদেশের ধারা-১২ঃ "পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির" কোন পাওনা, সরকারী পাওনা হিসাবে আদায় যোগ্য।

ISO 9001:2015 Certified

চাঁদপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

E-mail : chandpurpbs2@gmail.com বাবুরহাট, চাঁদপুর।

প্রিন্ট ঃ আরাধনা প্রিন্টার্স ০১৭৩৭-২২৫৫৫৯